ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 012 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১২ ● কলকাতা ● ২৭ পৌষ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১২ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 171

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

জীবনের ভাল সময় কখন কেটে যায়, বোঝাই যায় না। কতদিন কেটে যায়, কত বছর কেটে যায়, বোঝাই যায় না। আর বিপদের সময়, কষ্টের সময়, জীবনের খারাপ সময়, থাকে অল্প সময়ের জন্য কিন্তু জীবনভর পেছন ছাড়ে না। কোন খারাপ সময় - আমরা ভাবি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের চিত্তে কোথাও তা সাজিয়ে রাখা থাকে এবং অনেক বছর পরেও তাদের দংশন হৃদয়কে আহত ও মনকে দুঃখী করে দেয়।

ক্রমশঃ

মমতার পর সেই যাদবপুর ৮বি থেকেই মিছিল করলেন শুভেন্দুও, ভিড়ও তেমনি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাস্তাই রাস্তা দেখায়'। শুক্রবার ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু করে জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই একই জায়গা থেকে রবিবার বিকেলে দেশপ্রিয় পার্কের দিকে পা বাড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।সব মিলিয়ে স্পষ্ট— রাজ্য রাজনীতিতে এখন রাস্তাই প্রধান মঞ্চ। দিল্লির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হোক বা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে পাল্টা আক্রমণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারী— দু'জনেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে ভরসা রাখছেন মিছিলের রাজনীতিতেই। আর তাঁর সেই মিছিলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বার্ষিক সাধারণ সভা ও রৌনিয়ার মিলন উৎসবে সম্প্রীতি ও সমাজসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যানিং: সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও মানবিকতার অনন্য মেলবন্ধনে ক্যানিং বন্ধুমহল প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল "বার্ষিক সাধারণ সভা ও রৌনিয়ার মিলন উৎসব – ২০২৬" উপলক্ষে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বেঙ্গল রৌনিয়ার বৈশ্য ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও ক্যানিং রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজ-এর যৌথ উদ্যোগে আজ ১১ই জানুয়ারি, ২০২৬ (রবিবার) অনুষ্ঠিত হলো ৯ম তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও রৌনিয়ার মিলন উৎসব।

সকাল ১০টা নাগাদ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ডাঃ লোকনাথ সা, সভাপতি, ক্যানিং রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজ।পরবর্তীতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। শিশুদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য ও নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানে এক আনন্দঘন আবহ সৃষ্টি করে, যা উপস্থিত সকল দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। বিকেল প্রায় চারটে পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠান পরিণত হয় এক উৎসবমুখর সামাজিক মিলনমেলায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—

মাননীয় উত্তম দাস, সভাপতি, ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতি;

মাননীয় তপন সাহা, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ, ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতি;

মাননীয় সৌমিত্র মোহন, পরিবহন সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার;

মাননীয় মদন গুপ্তা, প্রাক্তন সভাপতি, বেঙ্গল রৌনিয়ার বৈশ্য ওয়েলফেয়ার সোসাইটি;

মাননীয় রবীন্দ্রনাথ গুপ্তা, সভাপতি, BRVWS;

মাননীয় ডাঃ লোকনাথ সা, সভাপতি, ক্যানিং রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজ;

মাননীয় দিলীপ সা, প্রাক্তন সভাপতি, CRVS।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশীল গুপ্তা (পাপ্পুদা), বিজয় গুপ্তা, অনিল গুপ্তা, দীপক কুমার সা সহ আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

এই মিলন উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গরিব ও অসহায় বৃদ্ধ মহিলাদের মধ্যে প্রায় ১৫০ জনকে কম্বল বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ২৫ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে শাল প্রদান করা হয়। মানবিক এই উদ্যোগ উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

অনুষ্ঠানের শেষে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা।

সামগ্রিকভাবে, এই বার্ষিক সাধারণ সভা ও রৌনিয়ার মিলন উৎসব শুধু একটি সামাজিক অনুষ্ঠানই নয়, বরং ঐক্য, সংস্কৃতি ও মানবসেবার এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে ক্যানিং তথা রৌনিয়ার বৈশ্য সমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোভাযাত্রা ও সমাবেশে উৎসবমুখর রোহিনী, অনুষ্ঠিত সদগোপ সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা চতুর্থ সম্মেলন

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

রোহিনী বাজার জুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল সদগোপ সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা চতুর্থ সম্মেলন। ঢাক, ব্যানার ও পতাকা হাতে শত শত মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর সদগোপ সমাজকে ওবিসি-বি তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে রাজ্য সরকার যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, তার প্রেক্ষিতেই এই সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক স্বীকৃতি, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এই জেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাজ্য সরকারের সদর্থক সিদ্ধান্তে সদগোপ সমাজের বহু মানুষের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বলে উঠেছে। সেই সঙ্গে আগামী দিনে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা স্থির করতেই এই সম্মেলন এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের উদ্যোগে রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনী সিআরডি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। শোভাযাত্রা শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় মূল আলোচনা সভা। ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।সম্মেলন মঞ্চ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি

এরপর ৩ পাতায়

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক জিরো-ফরেক্স ডায়মন্ড রিজার্ভ ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে জিরো ফরেক্স এবং প্রিমিয়াম গ্লোবাল ভ্রমণ সুবিধা সহ সহজলভ্য লাক্সারি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা, জানুয়ারি 2026: আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আজ জিরো-ফোরেক্স ডায়মন্ড রিজার্ভ ক্রেডিট কার্ড চালু করার ঘোষণা করেছে। এটি একটি প্রিমিয়াম ট্রাভেল ও লাইফস্টাইল কার্ড, যা মূলত সেইসব সচ্ছল বিশ্ব ভ্রমণকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা জিরো ফোরেক্স মার্কআপ, ট্রাভেল লাউঞ্জ, দ্রুততর ট্রাভেল রিওয়ার্ড এবং লাইফস্টাইল সুবিধা পেতে চান। ডায়মন্ড রিজার্ভ ক্রেডিট কার্ডের প্রধান ট্রাভেল ও লাইফস্টাইলের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

সমস্ত আন্তর্জাতিক খরচে ০% ফরেক্স মার্কআপ।

অ্যাপের মাধ্যমে হোটেল বুকিং-এ প্রতি 150 টাকা খরচে 60টি পর্যন্ত রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জন করুন। প্রতিটি রিওয়ার্ড পয়েন্টের মূল্য 0.25 টাকা হওয়ায়, প্রতি 150 টাকা খরচে 15 টাকা ফেরত পাওয়া যায়—যা হোটেল থাকার উপর কার্যকরভাবে 10% ভ্যালু ব্যাক।

অ্যাপের মাধ্যমে ফ্লাইট বুকিং-এ প্রতি 150 টাকা খরচে 40টি পর্যন্ত রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জন করুন। অর্থাৎ, প্রতি 150 টাকা খরচে 10 টাকা ফেরত—যা ফ্লাইট বুকিং-এর উপর কার্যকরভাবে 6.6% ভ্যালু ব্যাক।

মাসিক খরচে প্রতি 150 টাকা খরচে 10টি পর্যন্ত রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জন করুন। প্রতিটি রিওয়ার্ড পয়েন্টের মূল্য 0.25 টাকা হওয়ায়, প্রতি 150 টাকা খরচে 2.5 টাকা ফেরত পাওয়া যায়—যা কার্যকরভাবে 1.66% ভ্যালু ব্যাক।

প্রতি ত্রৈমাসিকে 2টি ডোমেস্টিক লাউঞ্জ ভিজিট এবং 2টি আন্তর্জাতিক লাউঞ্জ ভিজিট।

প্রতি মাসে 2টি পর্যন্ত বিনামূল্যে গলফ রাউন্ড বা প্রশিক্ষণ।

বার্ষিক 1,000 ইউএসডি (USD) ডলার খরচে একটি বিনামূল্যে মিট অ্যান্ড গ্রিট এয়ারপোর্ট পরিষেবা।

প্রতি মাসে একটি কিনলে একটি বিনামূল্যে সিনেমার টিকিট।

আইটিসি হোটেলস: 2 রাত বুক করলে তৃতীয় রাত বিনামূল্যে।

25,000 টাকার বিনামূল্যে ট্রিপ ক্যান্সেলেশন কভার।

হারানো লাগেজ, বিলম্বিত ফ্লাইটের জন্য বীমা কভার, 1 কোটি টাকার বিমান দুর্ঘটনা কভার, 10 লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা কভার।

আইডিএফসি ফার্স্ট ক্রেডিট কার্ডের অন্যান্য বিশেষ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

বার্ষিক 8.5% থেকে শুরু হওয়া ডাইনামিক সুদের হার, যা এই বিভাগের মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন।

পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এটিএম থেকে নগদ উত্তোলনে ০% সুদ। প্রতিবার উত্তোলনের জন্য নামমাত্র ফি 199 টাকা।

রিওয়ার্ড পয়েন্টের কোনো মেয়াদ শেষ হয় না - আজীবন বৈধতা।

যেকোনো ই-কমার্স বা অনলাইন কেনাকাটায় রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করার স্বাধীনতা।

অসীম উপার্জনের সুযোগ — রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জনের উপর কোনো সীমা বা কৃত্রিম সীমাবদ্ধতা নেই।

প্রতি বিলিং সাইকেলে 20,000 টাকার বেশি ক্রেডিট কার্ড খরচে 10 গুণ পর্যন্ত রিওয়ার্ড পয়েন্ট।

নির্বাচিত ফুয়েল স্টেশনগুলিতে ফুয়েল সারচার্জ মওকুফ।

3,000 টাকা + জিএসটি মূল্যের ডায়মন্ড রিজার্ভ ক্রেডিট কার্ডটি একটি আকর্ষণীয় প্রিমিয়াম সুবিধা প্রদান করে, যেখানে বছরে 6 লক্ষ টাকা খরচ করলে বার্ষিক ফি মওকুফ করা হয়, ফলে দ্বিতীয় বছর থেকে এটি কার্যত বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ফাস্ট্যাগ ও লয়্যালটি বিভাগের প্রধান শিরীষ ভান্ডারি বলেছেন: ডায়মন্ড রিজার্ভ হলো সেইসব গ্রাহকদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ, যাদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি এবং যারা এমন একটি প্রিমিয়াম কার্ড চান যা বিদেশে ও ভারতে উভয় স্থানেই নির্বিঘ্নে কাজ করে। জিরো ফরেক্স মার্ক-আপ, ভ্রমণ-কেন্দ্রিক শক্তিশালী রিওয়ার্ডস সুবিধা এবং 6 লক্ষ টাকা খরচে বার্ষিক ফি মওকুফের কারণে এটি বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ ও জীবনযাত্রার জন্য একটি স্বাভাবিক সঙ্গী এবং প্রধান কার্ডে পরিণত হয়।

আবেদন করার পদ্ধতি: ডায়মন্ড রিজার্ভ ক্রেডিট কার্ডটি এখন যোগ্য গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ এবং আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটালভাবে এর জন্য আবেদন করা যাবে।.

সম্পূর্ণ তথ্য পেতে এবং আবেদন করতে নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন: https://www.idfcfirst.bank.in/credit-card/diamond-reserve-credit-card

মমতা ভার্সেস ইডি - দিশেহারা বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব

বেবি চক্রবর্তী

২০২৬ সালে রাজনীতর ময়দানে ঠান্ডা লড়াই কেন্দ্র বনাম রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ক্ষুরধার মস্তিষ্কের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা ভূ-ভারতে কম লোকেরই আছে। অনেক বিজেপি নেতাও ক্যামেরার আড়ালে তা বলে থাকেন। সেই কথা যে কতখানি সঠিক, তার প্রমাণ মিলছে আরও একবার। যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইডির হানা চলাকালীনই নিজের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন মমতা, তার পাল্টা কী করা উচিত তা নিয়েই কূলকিনারা পাচ্ছে না বঙ্গ বিজেপি।

পাশাপাশি বাংলার এক প্রথম সারির নেতার বক্তব্য, তদন্তে বাধা দেওয়ার অপরাধে ওঁর বিরুদ্ধে যদি কঠোর পদক্ষেপ করে কোনও আদালত, তা হলে বাংলার ভোটারদের আবেগে সুড়সুড়ি দেবে তৃণমূল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের পালে হাওয়া লাগিয়ে নিতে পারবে তারা। প্রচার করা হবে, রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে এজেন্সি ও আদালতকে কাজে লাগিয়ে বাংলার দখল নিতে চাইছে গেরুয়াশিবির। যে মন্তব্য ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে অখিলেশ যাদব, মেহবুবা মুফতি, কপিল সিবালদের কথায়। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সরব হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী তথা রাজ্যসভা সাংসদ তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল। বলেন, "আমি মমতার সঙ্গে আছি। ইডি কি ভগবান? যেখানে খুশি, যা খুশি করতে পারে? ওরা আগে এটা তো বলুক যে কীসের তদন্ত করছিল? কয়লা দুর্নীতির হলে শুধু তো এই সংক্রান্ত ফাইল নেবে। যা খুশি নিয়ে চলে যাবে?" সবটা মিলিয়ে কিন্তু বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অসহায়।

সম্পাদকীয়

ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নজর রেলে

ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নজর রেলে, উত্তরবঙ্গ থেকে চালু হচ্ছে একাধিক নতুন ট্রেন। একাধিক স্টেশনে চালু হচ্ছে মেল-এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজ। হাওড়া-গুয়াহাটি বন্দে ভারত ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে ৮টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। শিয়ালদহ থেকে বারাণসী পর্যন্ত চালু হচ্ছে নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস।বন্দে ভারত স্লিপারটি, হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করে ঝাড়েল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ হয়ে পৌঁছবে নিউ ফরাক্কা, মালদা টাউন। সেখান থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার, অসমের নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে পৌঁছবে গুয়াহাটির কামাখ্যায়। বন্দে ভারত স্লিপারে মোট ১৬টি কোচ থাকবে। একবারে মোট ৮২৩ জন যাত্রী যেতে পারবেন। থাকছে অটোমেটিক দরজা, আরামদায়ক বার্থ, এমারজেন্সি টক ব্যাক সিস্টেম।

সেমি হাইস্পিড এই ট্রেন ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৮০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে।রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, খাবারে যে ট্রেন গুয়াহাটি থেকে আসবে তাতে অহমিয়া খাবার থাকবে। যে ট্রেন কলকাতা থেকে যাবে তাতে বাঙালি খাবার থাকবে।সাঁতরাগাছি থেকে চেন্নাই পেরিয়ে তাম্বারাম পর্যন্ত চালু হচ্ছে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। নিউ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার থেকে চালু হচ্ছে মোট ৪টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। বালুরঘাট-হিলির মধ্যে নতুন রেলপথে শিলান্যাসের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার ১৮১ কোটি টাকা। নিউ কোচবিহার থেকে বামনহাট ও বক্সীরহাটের মধ্যে ৯৫ কিলোমিটার লাইনের বৈদ্যুতিকীকরণ করা হবে। এই কাজে বরাদ্দ করা হচ্ছে ১১৮ কোটি টাকা। শুধু রেল নয়, উত্তরবঙ্গে জাতীয় সড়কের উন্নয়নেও নজর। ফালাকাটা থেকে ধূপগুড়ি পর্যন্ত চার লেনের জাতীয় সড়ক তৈরির প্রকল্পের শিলান্যাস। ২৯.৮৬ কিলোমিটার রাস্তার জন্য আপাতত বরাদ্দ ১ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা।

বিধানসভা ভোটের মুখে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। বৃহস্পতিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ১৭ বা ১৮ই জানুয়ারি হাওড়া-গুয়াহাটি বন্দেভারত স্লিপারের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। চলছে SIR-এর শুনানি। তারপরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট। তার ঠিক আগে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। চলবে হাওড়া থেকে বিজেপি শাসিত অসমের গুয়াহাটি পর্যন্ত। রেলমন্ত্রী অশ্বিণী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বন্দে ভারত স্লিপারটির উদ্বোধন করবেন।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন,প্রথম রুট গুয়াহাটি থেকে কলকাতা। আমাদের ধারণা ছিল ২০২৬-এর মাঝামাঝির মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, টিম যা পরিশ্রম করেছে, তাতে ২০২৬-এর শুরুতেই কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়েছে। রেলমন্ত্রীর দাবি, বন্দে ভারত থার্ড AC-র ভাড়া হবে ২ হাজার ৩০০ টাকা। সেকেন্ড AC-র ভাড়া হবে ৩ হাজার টাকা। আর ফার্স্ট AC-র ভাড়া হবে ৩ হাজার ৬০০ টাকা। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গকে বন্দেভারত স্লিপার দেওয়ার মধ্যে রাজনীতি দেখছে তৃণমূল।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(কুড়িতম পর্ব)

দেবীকে চরিত্রগত ভাবে শুদ্ধ বলা যায় না ! তাঁর জন্ম, প্রণয়, বিবাহ, যৌনজীবন সব কিছুই খুব জটিল সম্পর্কের আবর্তে ঘূর্ণায়মান। সরস্বতী বিদ্যা ও সংস্কৃতির দেবী হলেও প্রণয়ের ব্যাপারে তিনি খুব একটা সুনামের অধিকারিণী নন। শুধু হিন্দু ধর্মেই নয়, তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মেও দেবী সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায় । এখানে সরস্বতীর রূপ ও আয়ুধের কিছু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আইপ্যাক কান্ডে কর্ণধার প্রতীক জৈনের রেজিস্ট্রার বুক বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

বেবি চক্রবর্তী

আইপ্যাক কাণ্ডে কর্ণধার প্রতীক জৈনের আবাসনের রেজিস্ট্রার বুক বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। একইসঙ্গেওই আবাসনের বেশ কয়েকজনকেজিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছে।নোটিস দেওয়া হয়েছে ফেসিলিটি ম্যানেজারকেও। ইডি আধিকারিকরা ভিতরে ঢোকার সময় গেটে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে থাকা রেজিস্ট্রার বুকে সই করেছিলেন কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ইতিমধ্যে তিন জন নিরাপত্তারক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। ফেসিলিটি ম্যানেজারকে নোটিস দিয়ে বাকি নিরাপত্তারক্ষীদের নাম ও ডিউটি স্কেডিউল চাওয়া হয়েছে। আবাসনের বেশ কয়েকজনের বয়ান রেকর্ড করতে চাইছে পুলিশ। তাঁদের নোটিস দিয়ে ডাকা হয়েছে।

একইসঙ্গে প্রতীক জৈনের বাড়ির পরিচারিকা এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদেরও বয়ান পুলিশের তরফে রেকর্ড করা হয়েছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৬টা নাগাদ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাতে শুরু করলেও তার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর ইডি মেল করে তল্লাশি সম্পর্কে কলকাতা পুলিশকে জানায়।

এছাড়াও তল্লাশির খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালেই দফায় দফায় পুলিশ আধিকারিক, এমনকী ডিসি (সাউথ) নিজেও প্রতীক জৈনের বাড়িতে যান। তিনি ইডি আধিকারিকদের কথা বলার চেষ্টা করেন। ওই পুলিশকর্তার সঙ্গেও ইডি ও সিআরপিএফ ধাক্কাধাক্কি করে, এমনকী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কলকাতা পুলিশের কর্তা ও আধিকারিকদের দিকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যান বলেও অভিযোগ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দক্ষিণ হস্তত্রয়ে উর্ধ্বে উত্থিত খট্টাঙ্গ, পরশু এবং বজ্র থাকে। বাম হস্তত্রয়ে ঘণ্টা, রক্তপূর্ণ কপাল এবং খড়্গ থাকে। দেবীর মূর্তি ভীষণদর্শনা" (বিনয়তোষ ৫১-২)।

"কুরুকুল্লা। অমিতাভের স্ত্রী-সন্ততিদের মধ্যে কুরুকুল্লা নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অর্থ মন্ত্রকের ২০২৫ সালের বর্ষশেষের পরিক্রমা : আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

(দ্বিতীয় পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্দেশ করে। এটি ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক গতিপথের প্রতি বিনিয়োগকারীদের দৃঢ় আত্মবিশ্বাসও নির্দেশ করে।

পিএসবি মন্থন

• ডিএফএস ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে পিএসবি মন্থন ২০২৫ শীর্ষক একটি দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলোর ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শিল্প বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তিবিদ এবং ব্যাঙ্কিং পেশাদাররা এতে অংশগ্রহণ করেন।

• এই অনুষ্ঠানে গ্রাহক অভিজ্ঞতা, সুশাসন, উদ্দেশ্যমূলক উদ্ভাবন, ঋণ বৃদ্ধি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, কর্মীবাহিনীর প্রস্তুতি, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

• আলোচনাগুলো ডিজিটাল যুগে গ্রাহকদের অভিজ্ঞতাকে নতুন করে কল্পনা করা, সুশাসন ও পরিচালনগত উৎকর্ষকে অন্তর্ভুক্ত করা, উদ্দেশ্যমূলক উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, টেকসই ঋণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল।

• পিএসবি-গুলো ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে পিএসবি মন্থন ২০২৫-এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে বিকশিত ভারত @২০৪৭-এর দিকে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলোর সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং রোডম্যাপের রূপরেখা তুলে ধরা হয়।

অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা বিভাগ (ডিএফএস) সুশাসনের জন্য নিচে উল্লিখিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে :

পরীক্ষায় প্রার্থী যাচাইয়ের জন্য আইবিপিএস কর্তৃক আধার প্রমাণীকরণের ব্যবহার :

• ডিএফএস ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশনকে তার পরীক্ষা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় পরিচয় যাচাইয়ের জন্য স্বেচ্ছামূলকভাবে আধার প্রমাণীকরণ (হ্যাঁ/না এবং/অথবা ই-কেওয়াইসি) ব্যবহার করার জন্য অবহিত করেছে।

• এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো সুশাসন বৃদ্ধি করা, ন্যায্য অবস্থা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, অনিয়ম প্রতিরোধ করা, পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়াকে সহজ করা এবং ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিষেবা ও বীমা ক্ষেত্রের নিয়োগ ব্যবস্থার উপর আস্থা জোরদার করা।

আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোর (আরআরবি) কর্মক্ষমতা:

• সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারের সামগ্রিক নীতিগত পদক্ষেপ এবং সংস্কারের ফলে , আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোর আর্থিক স্বাস্থ্য ও দৃঢ়তা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। নাবার্ডের তথ্য অনুযায়ী :

• সম্পদের গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে— আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোর মোট অনাদায়ী ঋণের অনুপাত (গ্রস এনপিএ অনুপাত) মার্চ-২০১৬ এর ৬.৮% এবং মার্চ-২০১৯ এর সর্বোচ্চ ১০.৮% থেকে কমে মার্চ-২০২৫-এ ৫.৪%-এ দাঁড়িয়েছে।

• সহনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে— আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোর প্রভিশন কভারেজ অনুপাত (পিসিআর) মার্চ-২০১৯ এর ৪০% থেকে বেড়ে মার্চ-২০২৫ এ ৬৫.১%-এ পৌঁছেছে।

• মূলধন পর্যাপ্ত অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে— আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলো মার্চ-২০২৫ পর্যন্ত তাদের সর্বোচ্চ মূলধন পর্যাপ্ত অবস্থার অনুপাত (সিআরএআর) অর্থাৎ ১৪.৪% অর্জন করেছে।

• ২০২৪-২৫ অর্থবছরে, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলো ৬,৮২০ কোটি টাকার সম্মিলিত নিট মুনাফা অর্জন করেছে। এটি সর্বকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

• সরকারের "এক রাজ্য, এক আরআরবি" দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোর একত্রীকরণের মাধ্যমে ৪৩টি আরআরবি-কে ২৮টিতে একীভূত করা হয়েছে, যা কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও, ২৮টি আরআরবি-র জন্য একটি সাধারণ লোগো তৈরি করা হয়েছে, যা জনসাধারণের মধ্যে দৃশ্যমানতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

• প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ : গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে, আরআরবিগুলোকে প্রযুক্তিগতভাবে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে যাতে ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক পরিষেবা প্রদান করা যায়।

• আরআরবি (কর্মচারী) পেনশন সংশোধনী বিধিমালা : ডিএফএস অক্টোবর-২০২৪-এ পেনশন বিধিমালা সংশোধন করেছে, যার অধীনে ৩১.০৩.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩৪,৬৪১ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের মধ্যে ৩,১৫৯.৩৮ কোটি টাকার পেনশন ও বকেয়া বিতরণ করা হয়েছে।

• আরআরবি-র বোর্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের মনোনয়ন : আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোতে সুশাসন ও

ক্রমশঃ

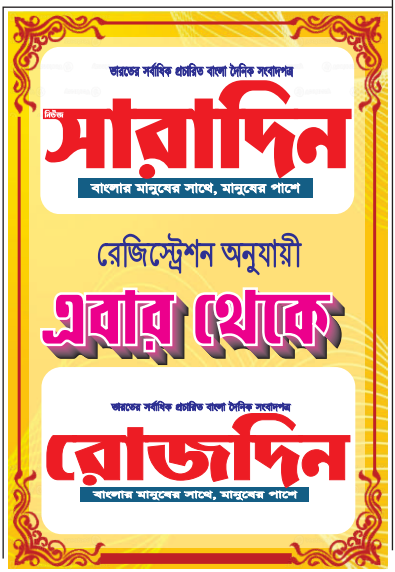

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(১ম পাতার পর)

মমতার পর সেই যাদবপুর ৮বি থেকেই মিছিল করলেন শুভেন্দুও, ভিড়ও তেমনি

বৃহস্পতিবার আইপ্যাক কর্ণধারের বাড়ি ও দফতরে ইডির তল্লাশি, তার পর সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ দিনের প্রতিবাদ মিছিল বিজেপির। যদিও এই কর্মসূচি ঘিরে শাসকদলের কটাক্ষ থামেনি।

মিছিল চলাকালীন শুভেন্দু বলেন, 'এখানে ফিল্মস্টার নেই। রুদ্রনীল ঘোষ এখন রাজনীতিক। সে দিন সরকারের একটা শো হয়েছিল, আজকেরটা স্বাভাবিক প্রতিবাদ। ভবানীপুরে হারিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করার পরেই আমি থামব। যা পারে করে নিক। সবাই দেখেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ফাইল কেড়ে এনেছেন এবং তা সগর্বে বলেছেনও।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও তৃণমূলকে নিশানা করতে ছাড়েননি। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক। মুখ্যমন্ত্রীর ফাইল ছিনতাই সেই কথাই প্রমাণ করল। রাজ্য সরকারের পুলিশ, তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে এই কাজ করেছেন তিনি। সারা দেশের মানুষ দেখছেন এবং হাসছেন। এই আচরণের প্রতিবাদেই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যাদবপুর ৮বি থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত মিছিল।'

তবে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করতে পিছপা হয়নি তৃণমূলও। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'দাঁড় কাক ময়ূরের পালক পরলেই ময়ূর হয়ে যায় না। শুভেন্দু অধিকারীকেও আজীবন মমতাদির আলোয় আলোকিত থাকতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদবপুর থেকে মিছিল করেছিলেন বলেই আজ শুভেন্দুকেও সেখান থেকেই নকল করতে হচ্ছে। দিনের শেষে দাঁড় কাক কাকই থাকে।'

প্রসঙ্গত, এর আগের দিন শুক্রবার একই যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকেই মিছিল শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ দেব, সোহম-সহ বহু বিধায়ক ও নেতা, এমনকি টেলি-তারকারাও।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হাজরা মোড়ে গিয়ে শেষ হয় সেই মিছিল। মিছিল শুরুর আগে যাদবপুরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'দিল্লির বঞ্চনা, লাঞ্ছনা আর এ রাজ্যের মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রাস্তাই আমাদের রাস্তা।' নেতাজির উদ্ধৃতি টেনে তিনি আরও বলেন, 'যাদবপুরের মাটি লড়াইয়ের মাটি, উদ্বাস্তুদের মাটি।' রোববার দেখা গেল সেই মাটি থেকেই মা-মাটি-মানুষের সরকারকে সরিয়ে দিয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন শুভেন্দু।

(২ পাতার পর)

শোভাযাত্রা ও সমাবেশে উৎসবমুখর রোহিনী, অনুষ্ঠিত সদগোপ সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা চতুর্থ সম্মেলন

তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য— সদগোপ সমাজের জন্য ওবিসি-বি শংসাপত্র প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আরও সরলীকরণ, পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া সদগোপ সমাজের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথক সদগোপ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন। এদিনের সম্মেলনে সদগোপ সমাজের ইতিহাসে এক স্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন উপস্থিত সকলে। রাজ্যে সদগোপ সমাজের প্রথম পুরুষ হিসেবে ওবিসি-বি শংসাপত্র প্রাপ্ত অরূপ ঘোষ এবং প্রথম মহিলা হিসেবে ওবিসি-বি শংসাপত্র প্রাপ্ত অনিন্দিতা দণ্ডপাঠকে সম্মেলন মঞ্চে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা গ্রহণ করে অরূপ ঘোষ বলেন, "এই সার্টিফিকেট শুধু আমার ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নয়, এটি সদগোপ সমাজের দীর্ঘ লড়াই ও আত্মসম্মানের স্বীকৃতি। সদগোপ সমাজকে ওবিসি-বি তালিকাভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নীরবে-নিভৃতে আন্দোলন করেছেন ও দাবি তুলেছেন— তাঁদের লড়াই ও ত্যাগ ছাড়া আজকের এই স্বীকৃতি সম্ভব হতো না।" তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি অবনী কুমার ঘোষ, রাজ্য সহ-সভাপতি লক্ষীন্দর পালুই, অর্যমা ঘোষ, সদগোপ সমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি দিলীপ কুমার ঘোষ, ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ সহ সমাজের অন্যান্য নেতৃত্ব ও সদস্যরা। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সদগোপ সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ বলেন, "ঝাড়গ্রাম জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সদগোপ সমাজের বহু পরিবার আজও শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। এই জেলা সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্যাগুলি একত্রিতভাবে তুলে ধরতে পেরেছি। ওবিসি-বি শংসাপত্র প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ করা এবং পৃথক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন হলে জেলার পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলি উপকৃত হবে।"

এরপর রাজ্য সভাপতি অবনী কুমার ঘোষ বলেন, "সদগোপ সমাজ দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত। আজ এই জেলা সম্মেলনের মঞ্চ থেকে আমরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই— আমাদের ন্যায্য অধিকার আর উপেক্ষিত থাকতে পারে না। ওবিসি-বি শংসাপত্র প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ করা এবং কেন্দ্র সরকারের ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ রাজ্যে কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি। সেই সঙ্গে সদগোপ সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৃথক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন অত্যন্ত জরুরি।" সম্মেলন থেকে আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে সমাজের দাবিগুলি আদায়ের লক্ষ্যে ধারাবাহিক আন্দোলন ও কর্মসূচির রূপরেখা ঘোষণার মধ্য দিয়েই সভার সমাপ্তি ঘটে।

সিনেমার খবর

এবার ‘ডন ৩’ থেকে সরে দাঁড়ালো বিক্রান্ত ম্যাসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অনেক দিন ধরেই ‘ডন ৩’ নিয়ে বলিউডে জোর গুঞ্জন চলছে। প্রায় সময় সিনেমাটি নিয়ে নতুন নতুন সংবাদ গণমাধ্যমে উঠে আসে। ফারহান আখতারের এই ছবিতে একসঙ্গে জড়ো হচ্ছেন বলিউডের প্রথম সারির তারকারা।

এর মাঝেই নতুন অভিনেতার খবর সামনে এসেছে। প্রথমে খবর আসে সিনেমাটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন রণবীর সিং, তারপরে কিয়ারা আদবানি এবং এখন বিক্রান্ত ম্যাসি সিনেমা থেকে বেরিয়ে গেছেন। তার জায়গায় পরিচালক ভাবছেন অভিনেতা রজত বেদির নাম।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিনেতা রজত বেদিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের জন্য বিবেচনা করছেন ফারহান আখতার। উল্লেখ্য, গত বছর রজত বেদি শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'দ্য ব্যাডঅ্যাস অফ বলিউড' দিয়ে ফিরে এসেছেন। ৫১ বছর বয়সী রজত বেদি এই ভূমিকার জন্য আলোচনায় রয়েছেন যা আগে বিক্রান্ত ম্যাসির জন্য ছিল।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, রজত এবং পরিচালকের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে ফারহান আখতার পরিচালিত সিনেমাটি নিয়ে ভক্তরা বেশ উচ্ছ্বসিত।

২০০৬ সালে ফারহান আখতারের ‘ডন: দ্য চেজ বিগিনস এগেইন’ ছবিতে ‘ডন’-এর ভূমিকায় দারুণ দাপট দেখিয়েছিলেন শাহরুখ খান। ২০১১ সালে ‘ডন ২: দ্য কিং ইজ ব্যাক’ দিয়েও বাজিমাত করেছিলেন তিনি।

প্রথমবার বড় পর্দায় অক্ষয়-রানি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় সিনেমা জগতের নব্বইয়ের দশকের দুই তারকা অক্ষয় কুমার ও রানি মুখার্জি। দীর্ঘদিন ধরে তারা দেশটির সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিতে কাজ করে যাচ্ছে। তবে সিনেমাতে তাদের একসঙ্গে কাজ করা হয়নি। এবার জনপ্রিয় ‘ওহ মাই গড’ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিতে চলেছেন বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। সেই সঙ্গে অভিনেতা অক্ষয় কুমার প্রথমবারের মতো রানির সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যমের বরাতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

জনপ্রিয় ‘ওহ মাই গড’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। চলতি বছরের মাঝামাঝি শুটিংও শুরু হয়ে যাবে। জানা গেছে, পরিচালক অমিত রাই এমন এক গল্প নিয়ে আসছেন, যা আরও বড়, আরও সমসাময়িক ও আগের থেকেও বেশি করে মানুষের মনে গেঁথে যাবে। অক্ষয় ঠিক এমনই চেয়েছিলেন। অক্ষয় কুমার অভিনীত অন্যতম প্রশংসিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ওহ মাই গড’। তার সঙ্গে রানি যোগ দিলে তা আরও বড় হবে। তার উপস্থিতি সিনেমার গল্পে নতুনমাত্রা যোগ করবে।

যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা এখনও দেওয়া হয়নি। ফেব্রুয়ারিতে ‘মরদানি ৩’ নিয়ে বড়পর্দায় ফিরছেন রানি মুখার্জি। অন্যদিকে ‘ওহ মাই গড’-এর প্রথম সিনেমা মুক্তি পায় ২০১২ সালে। ২০২৩ সালে মুক্তি পায় ‘ওহ মাই গড-২’। দুটি সিনেমাই বেশ প্রশংসিত হয়েছিল দর্শকমহলে। তবে এবার ভক্ত-অনুরাগীরা অপেক্ষায় ‘ওহ মাই গড-৩’ সিনেমার।

প্রথমবারের মতো অভিনয়ে এ আর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সংগীত জগতের প্রিয়মুখ এ আর রহমান। সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি জিতে নিয়েছেন অস্কার, ফিল্মফেয়ার থেকে শুরু করে অসংখ্য পুরস্কার ও বিভিন্ন দেশের সম্মাননা। নতুন বছরের শুরুতে দর্শকদের নতুন খবর দিয়েছেন এই সংগীত পরিচালক।

ভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর মুক্তি পেতে যাওয়া ‘মুনওয়াক’ সিনেমার মাধ্যমে অভিনয় দুনিয়ায় পা রাখছেন তিনি।

কমেডি ঘরানার ‘মুনওয়াক’ সিনেমা পরিচালনা করছেন মনোজ এনএস। পরিচালকের বরাতে জানা গেছে, রহমান শুরুতেই ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করছিলেন। গান রেকর্ডিংয়ের পর তাকে অভিনয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়। চরিত্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যান।

এছাড়াও সিনেমাটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকছেন নন্দিত নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা ও নির্মাতা প্রভুদেবা। সবমিলিয়ে দর্শককে চমকে দেয়ার মতো বেশ কিছু দৃশ্য এই সিনেমায় অপেক্ষা করছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এজন্য দর্শকদের আগামী মে মাস অপেক্ষা করতে হবে।

‘শামির সঙ্গে নির্বাচক কমিটির আচরণ খুবই হতাশাজনক’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুয়ারে কড়া নাড়ছে দুয়ারে আরেকটি সিরিজ। কিন্তু জাতীয় দলে ফেরার দরজা খুলছে না মোহাম্মদ শামির। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে আসছে ওয়ানডে সিরিজের দলেও অভিজ্ঞ পেসারকে রাখেনি ভারত। যা নিয়ে নির্বাচকদের এক হাত নিলেন বেঙ্গলের প্রধান কোচ লক্ষ্মী রতন শুক্লা।

ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের সিরিজটির জন্য শনিবার ১৫ জনের দল ঘোষণা করে ভারত। সেখানে শামির জায়গা না হওয়ায় চলছে আলোচনা-সমালোচনা। তার ঘরোয়া দল বেঙ্গলের কোচ শুক্লাও তাদের একজন।

শামিকে এবার ফেরানো হতে পারে, এমন খবর ছড়ায় ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৬২ উইকেট নেওয়া ডানহাতি বোলারকে ফেরায়নি ভারত।

২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারত দলের সদস্য ছিলেন শামি।

ওই আসরে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে শিকার করেন ৫ উইকেট। সেমি-ফাইনালে ৩টি উইকেট নেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। তবে ফাইনালে ৯ ওভারে ৭৪ রান দেওয়ার পর থেকে আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি তিনি।

ঘরোয়া ক্রিকেটে অবশ্য ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করে যাচ্ছেন ৩৫ বছর বয়সী শামি। প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা রাঞ্জি ট্রফির গত মৌসুমে বেঙ্গলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন তিনি। আর টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে তার চেয়ে বেশি উইকেট নিতে পারেননি বেঙ্গলের কেউ।

চলতি ভিজায় হাজারে ট্রফিতে এখন পর্যন্ত খেলা পাঁচ ম্যাচের সবকটিতে উইকেটের স্বাদ পেয়েছেন শামি। লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্টের এই আসরে এখন অবধি বেঙ্গলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি।

তারপরও শামিকে জাতীয় দলে না ফেরানোর সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না শুক্লা। শামির সঙ্গে নির্বাচক কমিটির আচরণ খুবই হতাশাজনক এবং ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফর্মারদের জন্য এটা ভালো বার্তা নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রেভস্পোর্টজে শুক্লা বলেন, “নির্বাচক কমিটি শামির প্রতি অবিচার করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে শামির চেয়ে এতটা নিবেদন দিয়ে কোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার (ভারত জাতীয় দলের) ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেনি। ঘরোয়া পর্যায়ে এতটা কঠিন পরিশ্রম করার পরও, শামির সঙ্গে নির্বাচক কমিটি যা করল, তা খুবই হতাশাজনক।”

আগামী ১২ জানুয়ারি শুরু হবে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ওয়ানডে সিরিজ। পরের দুই ম্যাচে ১৪ ও ১৮ জানুয়ারি।

কবে মাঠে ফিরবেন এমবাপে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কিলিয়ান এমবাপেকে ছাড়াই নতুন বছরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। হাঁটুর চোটে আপাতত মাঠের বাইরে আছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। তিনি কবে ফিরতে পারবেন, সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারলেন না শাবি আলোন্সো। বিশ্বকাপ জয়ী তারকাকে ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব’ মাঠে ফেরানোর চেষ্টা করার কথা বললেন রিয়াল কোচ।

ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি গত বুধবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাঁ হাঁটু মচকে গেছে এমবাপের। চোট কতটা গুরুতর বা কতদিনের জন্য বাইরে থাকতে হবে তাকে, সেসব কিছু বলা হয়নি তখন।

শনিবার সংবাদ সম্মেলনে এমবাপের মাঠে ফেরার প্রশ্নে আলোন্সো বলেন, এখনও এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না।

তিনি বলেন, “আমরা সময়সীমা কম করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্তুত হতে পারে। ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব’ মানে কখন? এটাই প্রশ্ন। আমি জানি না। সুপার কাপ? দেখা যাক। হয়তো পরবর্তী ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে আরও স্পষ্টভাবে বলতে পারব।”

জেদ্দায় স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে আগামী বৃহস্পতিবার আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ। সেখানে জিততে পারলে ১১ জানুয়ারি খেলবে ফাইনাল, যেখানে প্রতিপক্ষ থাকবে বার্সেলোনা ও আথলেতিক বিলবাওয়ের মধ্যে লড়াইয়ে জয়ী দল।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অন্তত তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে এমবাপেকে। এর আগে স্পেনের ক্রীড়া দৈনিক মার্কার খবরে বলা হয়েছিল, সুপার কাপে দলের সঙ্গে সৌদি আরবে যাচ্ছেন না এমবাপে। এমনকি ১৭ জানুয়ারি লা লিগায় লেভান্তের বিপক্ষে ম্যাচ ও ২০ জানুয়ারি শৈশবের ক্লাব মোনাকোর বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচেও তার খেলা নিয়ে আছে অনিশ্চয়তা।

ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দিল আর্জেন্টাইন ফুটবলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালে নতুন মৌসুম শুরুর আগে দল গোছাতে শুরু করেছে লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামি। এই ধারাবাহিকতায় প্রথম সাইনিং হিসেবে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার ফাকুন্দো মুরাকে দলে ভিড়িয়েছে আমেরিকান ক্লাবটি।

২৬ বছর বয়সী এই রাইট ব্যাক রেসিং ক্লাব থেকে ফ্রি ট্রান্সফারে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন। ২০২৯ সালের জুন পর্যন্ত তার সাথে চুক্তি করা হয়েছে।এটি মুরার ক্যারিয়ারের প্রথম বিদেশি ক্লাব।

চুক্তির পর মুরা বলেন, ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই খুশি। কাজ শুরু করার জন্য মুখিয়ে আছি। আরও শিরোপা জিততে চাই। খুব দ্রুত মাঠে দেখা হবে।

আর্জেন্টিনার ও রেসিং ক্লাবের সাথে দারুণ সময় কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন মুরা। তিনি এর আগে এস্তুদিয়ান্তেস দে লা প্লাটা এবং ক্লাব অ্যাটলেটিকো কোলনের হয়ে খেলেছেন। তিনি সমস্ত প্রতিযোগিতায় ২০০টি খেলায় মোট ১৩টি গোল এবং ২০টি অ্যাসিস্ট করেছেন। রিভার প্লেটসহ

আর্জেন্টিনার একাধিক ক্লাব মুরাকে দলে ভেড়াতে চেয়েছিল। তবে নিয়মিত খেলার সুযোগ এবং সবচেয়ে বড় কথা, লিওনেল মেসির সঙ্গে একই দলে খেলার সম্ভাবনাই ইন্টার মায়ামিকে বেছে নেওয়ার মূল কারণ।

নিজেদের ডিফেন্স শক্তিশালী করতে এখানেই থামছে না ইন্টার মায়ামি। ইতোমধ্যে সার্জিও রেগিলনের পর মুরাকে দলে নিয়েছে তারা। এছাড়া পালমেইরাস থেকে ব্রাজিলিয়ান সেন্টার ব্যাক মিকায়েলকে নেওয়ার আলোচনাও চলছে। এছাড়া মিডফিল্ডেও পরিবর্তনের ভাবনা আছে। সার্জিও বুসকেটসের বিকল্প খুঁজছে ক্লাব। তালিকায় আছেন জিওভানি লো সেলসো। তবে রিয়াল বেতিসের সঙ্গে আলোচনা আপাতত থমকে আছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR